Epigraphy বা অভিলেখ

অভিলেখ পদটির ইংরেজি সমার্থক রূপে Epigraphy এবং Inscription শব্দদুটি ব্যবহৃত হয়। "Epi' উপসর্গের সঙ্গে graphein ধাতু সহযোগে Epigraphein পদটি গঠিত। যার অর্থ কোন বস্তুর ওপর লেখা।

Inscription

'Inscription' এর মূল ধাতু 'Inscribe' যা ল্যাটিন Inscrebere থেকে এসেছে। যার অর্থ - To write, print or engrave or mark (a surface) with letters or words;

অভিলেখের প্রকারভেদ

ক)বিষয়গত দিক এবং খ) উপাদানগত দিক

ক) বিষয়গত দিক থেকে –

১) রাজ প্রশস্তি এবং দানমূলক অভিলেক, ২)ভূমি দানপত্র, ৩)ব্যক্তিগত দানাভিলেখ, ৪) স্মারক অভিলেখ, ৫) পরিচায়ক অভিলেখ, ৬) ধর্মীয় অভিলেখ, ৭) মিশ্র বা বিচিত্র অভিলেখ ।

খ) অভিলেখের উপাদানগত দিক –

১) প্রস্তর ২) ধাতু ৩) মৃত্তিকা ও ৪) অন্যান্য উপাদান

১.**প্রস্তর** - ক)পর্বতগাত্র, খ) প্রস্তরপট্ট, গ) প্রস্তর ফলক, ঘ) পর্বতগুহা, ঙ) দন্ডায়মান প্রস্তরখন্ড, চ) মন্দির অট্টালিখা, ছ) মূর্তি, ভাস্কর্য।

২.**ধাতু** - ক) তাম্র, খ) ব্রোঞ্জ, গ) পিত্তল, ঘ) লৌহ, ঙ)স্বর্ণ, চ) রৌপ।

৩. **মৃত্তিকা** - ক) পোড়ামাটি, কাদা, খ) ইট, গ)মৃৎপাত্র।

৪.**অন্যান্য উপাদান** - ক)স্কটিক, খ)কাচ, গ)কাপড়, ঘ)হাতির দাঁত ও হাড়ে, ঙ) প্রানীর শক্ত খোলায়।

লিপির ইতিহাস

লিপি

- লিপি হল লেখন কলা বা সংকেত, তাই এটি লিখিত ও মৌখিক দু-প্রকার।
- লিপি থেকেই লিপিবিজ্ঞান বা palaeography কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়। এখানে লিপির লিপির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অধ্যায়ন করা হয়। অর্থাৎ লিপির লিপির আকারগুলি সম্পর্কে আলোচনা। তবে প্রত্ন বা পুরালিপি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

ব্রাহ্মীলিপি

- ব্রাহ্মীলিপির তিনটি বিভাগ দেখা যায় - ১) আদী ব্রাহ্মীলিপি, ২) গুপ্ত ব্রাহ্মীলিপি, ৩) কুষান ব্রাহ্মীলিপি । পাঠোদ্ধারের ইতিহাস|
- ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জেমস্ প্রিন্সেপ দিল্লী, কোশাম, সাঁচী, অমরাবতী, গির্নার প্রভৃতি গুপ্তকালীন অভিলেখগুলির নির্ভুল।
- পাঠোদ্ধারে সফল হন। অর্থাৎ এই সময় তিনি গুপ্তলিপি আবিষ্কার বা পাঠোদ্ধার করেন।

❖ ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মীলিপির আদি বিভাগটিরও পাঠোদ্ধার করেছিলেন।

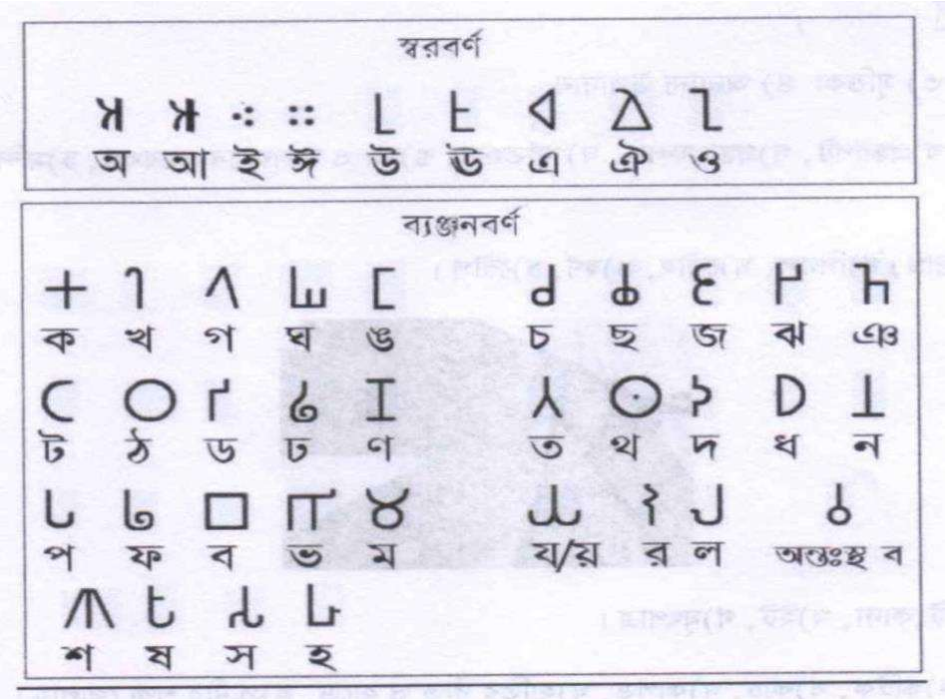

নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত

❖ প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারা এই উদ্ভাবিত ও প্রকাশিত হওয়ায় এর নাম ব্রাহ্মী হয়।

❖ বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। ব্রাহ্মণদের দ্বারা এই লিপি আবিষ্কৃত বলে এর নাম ব্রাহ্মী রাখা হয়।

❖ জৈনগ্রন্থ 'পবন্নবনাসূত্র' এবং 'সমবায়াঙ্গসূত্র' নামক গ্রন্থে ১৮টি লিপির মধ্যে 'বংভী' লিপির নাম রয়েছে। 'ভগবতীসূত্র' নামক গ্রন্থেও ব্রাহ্মীলিপির নাম পাওয়া যায়, 'নমো বংভী লিপিএ'।

❖ ললিতাবিস্তর'- এ ৬৪ টি লিপির মধ্যে ব্রাহ্মীলিপিটি প্রথম রয়েছে।

উৎপত্তি মতবাদ

ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি সংক্রান্ত দুটি মতবাদ পাওয়া যায় –

১) দেশীয় মতবাদ

২) বিদেশীয় মতবাদ।

১) **দেশীয় মতবাদ** -

দেশীয় উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে বলা হয়েছে গৌরীশঙ্কর ওঝা, কানিংহাম, হান্টার প্রমুখ এই মতবাদের প্রবক্তা। কারো কারো মতে এই লিপি স্বক্রীয়ভাবে ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়েছে। এডওয়ার্ড টমাস মনে করেন ব্রাহ্মীলিপি ভারতের প্রাক্ আর্যজাতি দ্রাবিড়দেরই আবিষ্কার। কানিংহামের মতে প্রথমে ভারতীয় লিপিগুলি চিত্রলিপি থেকে বিবর্তিত হয় ও পরে অক্ষরে পরিনত হয়। তবে ব্যুলার কোন ভারতীয় চিত্রলিপির অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও পরবর্তীকালে চিত্র মূলক সিন্ধুলিপির আবিষ্কারের পরে ব্যুলারের মত ভিত্তিহীন হয়ে পরে। অধ্যাপক শ্যামাশাস্ত্রীও দেবতাদের প্রতিভূ, স্বরুপ,

প্রতীক প্রভৃতিতে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছে এবং পরবর্তীকালে ক্রমবিবর্তনের ফলে দেবনাগরী লিপির উদ্ভব বলে উল্লেখ করেন।

২) **বিদেশীয় মতবাদ** –

বিদেশীয় উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে জেমস্ প্রিন্সেপ, উইলিয়াম জোন্স, Taylor, Decke, ঝুলার প্রমুখের মতবাদ উল্লেখযোগ্য। এদের মতে ফিনিসীয় লিপি, দক্ষিন সেমেটিক, উত্তর সেমেটিক, গ্রীকলিপি প্রভৃতি থেকে ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি হয়েছে। তবে আধুনিক লিপিবিদ **ডেভিড ডিরিঞ্জার** মনে করে **আরামাইক বা আরামীয় লিপি** থেকে ব্রাহ্মীলিপির সৃষ্টি।

গ্রীক বা যুনানী বর্ন থেকে ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি হয়েছিল। মূলার সেনেট, প্রিন্সেপ ও বিসন এর মতে ব্রাহ্মীলিপি বিদেশী। এদের মতে ভারত আক্রমনের পর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে লিপির জ্ঞান হয় এবং এই লিপির জ্ঞান গ্রীক লিপি থেকে হয়েছিল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই লিপির উৎস সম্পর্কে এক প্রকার জোর জবরদস্তি করে বলার চেষ্টা করেছেন যে, এই লিপির উদ্ভব ঘটেছিল ভারতবর্ষের বাইরে। এক্ষেত্রে যে মতামতগুলো পাওয়া যায়, তা হল-

১. গ্রীকরা ভারতবর্ষে আসার পর ভারতবর্ষে ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি হয়েছিল। মতবাদ- **ড. আফ্রড মূলর, প্রিন্সেস, সেনার্ট, উলস।**

২. ফিনিশীয় লিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব ঘটেছিল। মতবাদ-**উলসন, ক্লিষ্ট, স্টিবেনসন, পল গোল্ডস্মিথ বার্নেল, লের্নোর্মেন্ট।**

৩. সেমেটিক লিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব ঘটেছিল। মতবাদ- **জোন্স, কার, লেন্সিয়স, ওয়েবার, আইজাক টেলর, ওয়েবার।**

৪. আরামাইক লিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব ঘটেছিল। মতবাদ- **বার্নেল ও অন্যান্য।**

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই সকল মতবাদ একবাক্যে গ্রহণ করা যায় না, যে সকল কারণে-

১. ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণ সংখ্যা উল্লিখিত লিপিগুলোর চেয়ে অনেক বেশি।

২. বর্ণমালার বিন্যাসে ইউরোপীয় বর্ণমালার চেয়ে ভারতীয় লিপিগুলোর বিন্যাস অনেকগুণে বিজ্ঞানসম্মত। লক্ষ্যণীয় যে, ভারতবর্ষের বর্ণামালায় স্বরবর্ণের সেট পৃথক। ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকৃতি অনুসারে বর্গীয় বর্ণ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ ইত্যাদির বিজ্ঞানসম্মত বিন্যাস অন্যান্য প্রাচীন লিপিমালায় ছিল না। এছাড়া শব্দ তৈরিতে বর্ণের ব্যবহারি-বিধি নির্ধারিত ছিল। চোদ্দটি সূত্রে। 'প্রত্যাহ্রিয়ন্তে সংক্ষিপ্যন্তে বর্ণা অস্মিন্নিতি প্রত্যাহারঃ'। সরলার্থ- চোদ্দটি সূত্রস্থ বর্ণগুলি নিয়ে প্রত্যাহারের সাহায্যে সংক্ষেপে একাধিক বর্ণের নির্দেশ করা হয়। [পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র। ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। ২০০৩]

৩. প্রাচীন লিপিগুলো ছিল বেশ সরল। সেই তুলনায় ভারতবর্ষের লিপিগুলো যথেষ্ঠ জড়ানো প্যাচঁনো। ইউরোপীয় লিপিগুলিতে প্রাচীন লিপিগুলোর সরলতা খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের লিপিকাররা প্রাচীন লিপির সারল্য বর্জন করে, অপেক্ষাকৃত জটিল জড়ানো-প্যাচঁনো লিপিকে গ্রহণ করেছিলেন, এ কথা ভাবতে কষ্ট হয়। ভারতবর্ষে 'o' এর ধারণা প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। এর ফলে প্রাচীন লিপিগুলোকে বাদ দিলেও ইউরোপীয় ভাষায় অঙ্কবাচক লিপিগুলো ভারত থেকে পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

৪. ভারতীয় লিপিতে কার-চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন লিপিতে এই বিষয়টি একেবারেই ছিল না।

মূলত ব্রাহ্মীলিপি ভারতবর্ষেই সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই লিপির ক্রমবিকাশের ইতিহাস যথাযথভাবে উপস্থাপন করা সহজ নয়। কারণ-

১. ভারতবর্ষে রচিত গ্রন্থগুলো লিখা হতো ভালাপাতা, কলাপাতার মত সহজে নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত মাধ্যমে। পাথরে খোদাইও করে লিখার চর্চা ছিল না বলে, প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায় না। এই বিচারে পাথরে লিখা অশোকের বাণী বা এই জাতীয় কিছু শিলালিপি থেকে প্রাচীন ভারতের লিপিগুলো সম্পর্কে যৎসামান্য ধারণা করা যায়।

২. ভারতবর্ষের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল গুরুপরম্পরার সূত্রে। প্রাচীন ভারতে গ্রন্থ সংরক্ষণ সহজ না হওয়ার কারণে, শিষ্যরা বিশাল বিশাল গ্রন্থ মুখস্থ করে রাখতেন। কিন্তু লেখার একাবারেই চল ছিল না, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষ করে পাণিনি, কাত্যায়নী, পতঞ্জলীর মত ব্যাকরণবিদদের গবেষণামূলক ভাষাবিষয়ক গ্রন্থ অলিখিতভাবে সংগৃহীত এবং সমালোচিত (ভাষ্য ও প্রতিবাদ অর্থে) হয়েছে এটা ভাবা যায় না। পাণিনির স্বহস্তে রচিত ব্যাকরণ পাওয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু এর বিভিন্ন অনুলিপি পাওয়া যায়। এবং এই অনুলিপিগুলোর পাঠ (লিপিকারভেদে সামান্য কিছু পার্থক্য ছাড়া) অভিন্ন। একটি লিপির উদ্ভব এবং এর বিকাশকে সুনির্দিষ্ট সময়ে নিরিখে বাঁধা যায় না। ধারণা করা হয়, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর দিকে এই লিপির উদ্ভব হয়েছিল। কালক্রমে এই লিপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন লিপিকারদের হাতে এই লিপির বিবর্তন ঘটেছিল। অবশ্যই এই বিবর্তনের ধারাটি অনুমান করা যায় মাত্র। কারণ এর পর্যাপ্ত প্রামাণ্য দলিল নেই। ব্রাহ্মীলিপির প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গেছে নেপালের তরাই অঞ্চলের সিপ্রাবা থেকে। ধারণা করা হয়, এই লিপিটি **গৌতম বুদ্ধ** -এর নির্বাণকালের (৪৮৭-৪৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) কিছু পরে। এই লিপির উৎকর্ষরূপ পাওয়া যায় ব্রাহ্মীবর্ণমালায় লিখিত **সম্রাট অশোক** -এর শিলালিপি থেকে। এই উৎকর্ষতার বিচারে আমরা যদি অশোকের অনুশাসনে লিখিত লিপির সময় থেকে মৌর্যবংশের অন্তিমকাল পর্যন্ত লিপির বিকাশকালকে একটি মোটামুটি সময়সীমা হিসাবে ধরি, তা হলে এই লিপির অস্তিত্বকাল হিসাবে ধরা যায়- **খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০-১০০ অব্দ**। ব্রাহ্মীলিপির আদিপাঠগুলো সম্রাট অশোকের নির্দেশে স্থাপিত হয়েছিল বলে, অনেকে এই লিপিকে অশোকলিপি নামে অভিহিত করেছেন। অশোক ছিলেন মৌর্যবংশীয় রাজা। খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৭ বা ১৮৫ অব্দে, মৌর্যবংশীয় শেষ রাজা বৃহদ্রথকে তাঁর সেনাপতি পুষ্যামিত্র শুঙ্ক হত্যা করে মৌর্য সিংহাসন দখল করেন। মৌর্যবংশীয় রাজাদের সময়ে প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপিকে মৌর্যলিপি বলা হয়। ভাষা বিজ্ঞানীরা খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীকে মৌর্যলিপির সময় সীমা ধরে থাকেন।

<u>ব্রাহ্মী লিপি</u> –

১) উত্তর ভারতীয় লিপি - বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া ইত্যাদি।

২) দক্ষিণ ভারতীয় লিপি- তামিল, তেলেগু ইত্যাদি।

৩) বহির্ভারতীয় লিপি - সিংহলী, বর্মী, তিব্বতী ইত্যাদি।

Rock Edicts of Asoka

First Rock Edict

সংস্করণ- গির্ণার, **স্থান**- জুনাগর, বম্বে

ভাষা - প্রাকৃত। **লিপি** - ব্রাহ্মী।

সময়- ২৭৩-২৩২ খ্রিঃ পূঃ।

১. শিলালেখে অশোকের বিশেষণরুপে 'দেবানাংপ্রিয়', 'প্রিয়দর্শি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

২. পশুবলির নিন্দা করা হয়েছে- ন কশ্চিত জীবঃ আলভ্য প্রহোতব্যঃ ।

৩. অশোক তার অভিলেখে রান্নার জন্য দুটি ময়ূর এবং একটি মৃগ মারার কথা বলেছিলেন – **'দ্বৌ ময়ূরৌ - একঃ মৃগঃ'**। অর্থ্যাৎ তিনটি প্রানী হত্যার কথা বলেছেন।

Second Rock Edict

Girnar Version

ভাষা - প্রাকৃত, **লিপি** - ব্রাহ্মী,

১. এই শিলালেখে চোল, পান্ডাব, কেরলপুত্র, সাতীয়পুত্র, আ-তাম্রপর্নির রাজ্যের উল্লেখ আছে।

২. অভিলেখে দুই প্রকার চিকিৎসার উল্লেখ পাওয়া যায় পশুচিকিৎসা ও মনুষ্যচিকিৎসা। পথে পথে কূপখনন, বৃক্ষরোপনের কথা বলেছেন।

Third Rock Edict

Girnar Version

ভাষা - প্রাকৃত, **লিপি** - ব্রাহ্মী,

১. অশোক তার দ্বাদশ রাজ্যবর্ষে রাজ্যে অর্থ্যাৎ তার সমস্ত বিজিত রাজ্যে যুক্ত, রজ্জুক, প্রাদোশিক এই তিনটি পদ পাঁচ বছর অন্তর পরিদর্শন করবে।

২. মাতা-পিতার সেবা, বন্ধু-পরিজন-জ্ঞাতি- ব্রাহ্মনদের দান করার কথা বলা হয়েছে – 'সাধুঃ মাতরি চ - পিতরি চ শুশ্রূষা, মিত্রসংস্তুত-জ্ঞাতিভ্যঃ ব্রাহ্মন-শ্রমণেভ্যঃ সাধুঃ দানম্ ।

Fourth Rock Edict

Girnar Version

সংস্করণ – গির্নার।। **স্থান** - জুনাগড় গুজরাট (সৌরাষ্ট্র)

ভাষা – প্রাকৃত, **লিপি-** ব্রাহ্মী

১. দেবানাংপ্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজঃ ধর্মচরনেন ভেরীঘোষঃ অভূত ধর্মঘোষঃ (এখানে যুদ্ধের পূর্বে যে ভেরীঘোষ বেজে উঠত তা ধর্মঘোষে অর্থ্যাৎ ধর্মের জয়ধ্বনিতে পরিবর্তন করেছিলেন)।

২. মাতারি-পিতারি [চ] শুশ্রূষা, স্থরিব-শুশ্রূষা, এতত্ অন্যত্ চ বহুবিধং ধর্মাচরণং বদ্ধিতম্'।

৩. অতিক্রান্তম্ অন্তরং বহুনি বর্ষ-শতানি বর্দ্ধিতঃ এর প্রানালঃ বিহিংসা চ ভূতানাং, জ্ঞাতিষু অসংপ্রতিপত্তিঃ।

৪. 'দ্বাদশবর্ষাভিষিক্তেন..... ইদং লেখিতম্ ।

Fifth Rock Edict

Mansehra Version

মানশেহরা – হাজার জেলা। **লিপি** - খরষ্ঠী (Hazāra Dist), West Pakistan

ভাষা - প্রাকৃত,

১. তত্ ত্রয়োদশ-বর্ষাভিষিক্তেন ময়া ধর্মমহামাত্রাঃ কৃতাঃ ।

২. 'ধর্মবৃদ্ধয়ে হিতসুখায় চ ধর্ম-যুত্রস্য যবন-কম্বোজ-গন্ধারানাং, রাষ্ট্রিক ঐতননিকানাং, যে বা অপি অন্যে অপরান্তাঃ।

অশোক তাঁর শিলালেখগুলি 'ধর্মরিপি' বলে উল্লেখ করেছেন।

Six Rock Edict

Girnar Version

ভাষা - প্রাকৃত, **লিপি** - ব্রাহ্মী

আত্ম নিয়ন্ত্রন শিক্ষার কথা উল্লিখিত হয়েছে

১. ইহ চ এনান্ সুখযামি, পরত্র আরাধয়ন্তু। তত্ এতস্মৈ অর্থায় ইয়ং ধর্মরিপিঃ লেখিতা।

২. 'দুষ্করং তু ইদম্ অন্যত্র অগ্রেণ পরাক্রমেণ"।

Seventh Rock Edict

Shāhbāzgarhī Version - শাহবাজগড়ী

শাহবাজগড়ী - Peshāwar Dist (পেশহার জেলা), পশ্চিম পাকিস্থান

ভাষা - প্রাকৃত, **লিপি** - খরষ্ঠী

১. সর্বে হি তে সংযমং ভাবশুদ্ধিং চ ইচ্ছন্তি'।

২. জনঃ তু উচ্চাবচচ্ছন্দঃ উচ্চাবচরাগঃ।

৩. যস্য নাস্তি সংযমঃ, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা, দৃঢ়ভক্তিতা, নীচং 'বাঢ়ম্'।

Eight Rock Edict

Girnar Version

ভাষা – প্রাকৃত, **লিপি**- ব্রাহ্মী

১. 'রাজা দশবর্ষাভিষিক্তঃ (C.259B.C) সন্ অযাত্ সম্ভোধিম্' (বুদ্ধ যেখানে বোধিলাভ করেন, সেটা ছিল অশোকের প্রথম ধর্মযাত্রা।

২. এখানে এসে ব্রাহ্মন শ্রমণদের দান করেন। বৃদ্ধদের দর্শন করেন। সুবর্নও দান করেছিলেন।

Ninth Rock Edict

Mansehra Version

ভাষা- প্রাকৃত, **লিপি** - খরষ্ঠী

এই অভিলেখে লৌকিক অনুষ্ঠানের (বিবাহ, সন্তান জন্মানোর উৎসব) মাধ্যমে যে ফল লাভ হয় তা সীমিত। একমাত্র মহাফল লাভ হয় ধর্মমঙ্গলের মাধ্যমে।

১. দাস-ভৃতকেষু সম্যকপ্রতিপত্তিঃ, গুরুনাম্ অপচিতিঃ, প্রানানাং সংযম; শ্রমণ-ব্রাহ্মণেভ্যঃ দানম্। এতত্ চ এতাদশং ধর্মমঙ্গলং নাম।

Tenth Rock Edict

Girnar Version

ভাষা - প্রাকৃত, **লিপি** - ব্রাহ্মী

১. 'ধর্মশুশ্রূষাং শৃশ্রূষতাং ধর্মবৃত্তং চ অনুবিধিয়তাম্।

২. যতকিঞ্চিত্ পরাক্রামতি.... তত্ সর্বং পারত্রিকায়।

Eleventh Rock Edict

Kalsi Version কালসী, দেহরাদুন, U. P. (উত্তরপ্রদেশ),

ভাষা - প্রাকৃত, **লিপি** - ব্রাহ্মী

১. এই অভিলেখেও ব্রাহ্মন শ্রমণের দান এবং পিতা মাতার সেবা, প্রাণীহত্যা বন্ধ করা এর কথা বলা হয়েছে। এই বক্তব্য স্ত্রী, পুত্র, ভাই, স্বামী, মিত্র সকলকে বলা এবং এই আচরন করা এটাই সাধু, এটাই কর্তব্য বলা হয়েছে।

Twelfth Rock Edict

Shāhbāzgarhī Version

ভাষা - প্রাকৃত, **লিপি** - খরষ্ঠী

১. সর্বপার্ষদান্ প্রবজিতান্ গৃহস্থান্ চ-পূজয়তি দানেন বিবিধ্যা চ পূজয়া।

২. আত্মপার্ষদ ও পরপার্ষদ উল্লেখ রয়েছে।

Thirteenth Rock Edict

Shāhbāzgarhī Version

ভাষা - প্রাকৃত, **লিপি**- খরোষ্ঠী

তার অষ্ঠবর্ষে কলিঙ্গযুদ্ধ এবং তার ভয়াবহতা, শত শত প্রাণীহত্যার কথা এই অভিলেখে উল্লিখিত হয়েছে।

১. 'তত্ অস্তি অনুশোচনং দেবানাংপ্রিয়স্য বিজিত্য কলিঙ্গান্''।

২. এই অভিলেখ অন্যান্য মুখ্য অভিলেখগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়।

৩. অশোকের রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ জয়ের তথ্যের উল্লেখ রয়েছে।

৪. দেবপ্রিয় রাজা গভীর অনুশোচনার পর মনে করেন ধর্মের মাধ্যমে বিজয় হল শ্রেষ্ঠ বিজয়।

Fourteenth Rock Edict

Girnar Version

ভাষা - প্রাকৃত, **লিপি** - ব্রাহ্মী

১. এই অনুশাসনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল - ধর্মবিজয়।

২. ধর্মের সংক্ষিপ্ত, মাঝারি ও বিস্তৃত ভাষ্য এই লেখতে পাওয়া যায়।

৩. দেশের বিভিন্ন অংশে শিলালিপি খোদাইয়ের বর্ণনা এই লেখে রয়েছে।

Inscriptions of The Asoka

অশোকের দুটি পৃথক শিলাভিলেখ রয়েছে -

★ **ধৌলী শিলাভিলেখ - প্রথম শিলাভিলেখ,**

স্থান- পুরী, ওড়িশা।

ভাষা - প্রাকৃত, লিপি – ব্রাহ্মী।

★ **জৌগড শিলাভিলেখ (Jaugada) দ্বিতীয় পৃথক শিলাভিলেখ ।**

স্থান- জৌগড, গঞ্জাম, ওড়িশা।

ভাষা - প্রাকৃত, লিপি - ব্রাহ্মী।

গৌণ শিলাভিলেখ (Minor Rock Edict)

★ **রুপনাথ শিলাভিলেখ**

স্থান - মধ্যপ্রদেশ, ভাষা - প্রাকৃত, লিপি - ব্রাহ্মী।

★ **য়ের্-রাগুডি (Yerragudi) শিলাভিলেখ**

স্থান - অন্ধপ্রদেশ, ভাষা - প্রাকৃত, লিপি – ব্রাহ্মী.

Pillar Edicts of Asoka

অশোকের সাতটি লেখ রয়েছে -

★ **এরমধ্যে প্রথম থেকে চতুর্থ স্তম্ভলেখ সংস্করন হল- দিল্লি-টোপরা। ভাষা – প্রাকৃত, লিপি – ব্রাহ্মী।**

স্থান আম্বালা জেলা, পাঞ্জাব, বর্তমান ফিরোজ শাহ দিল্লি।

★ **পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ সংস্করন হল- রামপুরবা সংস্করন (Rampurva Version)**

ভাষা প্রাকৃত, লিপি – ব্রাহ্মী।

স্থান- চম্পারন, বিহার।

★ **সপ্তম সংস্করন- দিল্লি টোপরা (Delhi-Toprā)**

ভাষা - প্রাকৃত, লিপি – ব্রাহ্মী।

Minor Pillar Edicts

★ **রুমমিনদেই গৌণ ভালেখ (Rummindei)**

স্থান – নেপাল, ভাষা – প্রাকৃত, লিপি – ব্রাহ্মী।

★ **নিগালী সাগর স্তম্ভলেখ**

স্থান- নেপাল, ভাষা- প্রাকৃত, লিপি – ব্রাহ্মী।

★ **কৌশাম্বী স্তম্ভলেখ (এলাহাবাদ লেখ)**

স্থান - এলাহাবাদ, ভাষা - প্রাকৃত, লিপি - ব্রাহ্মী।

★ **সাঞ্চী স্তম্ভলেখ (Sañchi)**

স্থান- মধ্যপ্রদেশ, ভাষা - প্রাকৃত, লিপি ব্রাহ্মী। -

★ **সারনাথ স্তম্ভলেখ**

স্থান- বারানসী, উত্তরপ্রদেশ। ভাষা - প্রাকৃত, লিপি - ব্রাহ্মী।

সারনাথ বৌদ্ধ প্রতিমালেখ

প্রাপ্তিস্থান - বেনারসের নিকটবর্তী সারনাথ নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড ছত্র-ঘটি যুক্ত বোধিসত্ত্বের মূর্তির পাদদেশে ও গাত্রে খোদিত রয়েছে।

ভাষা - সংস্কৃত প্রভাবিত প্রাকৃত বা আভিলেখিক মিশ্র সংস্কৃত

লিপি - মধ্য ব্রাহ্মী

সময়কাল - মহারাজ কণিষ্কের তৃতীয় রাজ্যবর্ষে (৮১ খ্রীস্টাব্দ)

বিষয়বস্তু - এই অভিলেখের তিনটি অংশে যথা যষ্টির উপর উৎকীর্ণ অভিলেখে, মূর্তির পাদপীঠে এবং মূর্তির পিছনে উৎকীর্ণ অভিলেখে একই বক্তব্য সূক্ষ্ম পার্থক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। যষ্টির উপরে উৎকীর্ণ অংশে দানের সমস্ত বিবরণ উৎকীর্ণ রয়েছে। বলা হয়েছে জীবের হিত সুখার্থে **ভিক্ষু পুষ্যবৃদ্ধির সতীর্থ এবং ত্রিপিটকবিদ ভিক্ষু বল**- ছত্র যষ্টি যুক্ত বোধিসত্ত্বের একটি শিলাময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

উল্লেখযোগ্য শ্লোকাংশ -

- ❖ এতায়ে পূর্বয়ে ভিক্ষুস্য পুষ্যবুদ্ধিস্য সদ্ধেযেবি
- ❖ মহাক্ষত্রপেন খরপল্লানেন সহা ক্ষত্রপেন বনস্পরেণ।

প্রথম রুদ্রদামার জুনাগড় প্রশস্তি

প্রাপ্তিস্থান - গুজরাতের জুনাগড় নগর থেকে মাইলখানেক পূর্বে গির্নার পাহাড়। প্রসঙ্গতঃ ঐ পাহাড়েই অশোকের গির্নার অনুশাসনগুলি ও স্কন্দগুপ্তের প্রশস্তি খোদিত আছে।

লিপি - দক্ষিণভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালার পূর্বসূরী।

ভাষা - সংস্কৃত।

কাল - এই অভিলেখ অনুযায়ী সুদর্শন হ্রদের সেতু ৭২ শকাব্দের মার্গশীর্ষ মাসে বিদীর্ণ হয়। ৭২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫০ খ্রিস্টাব্দ। মার্গশীর্ষমাস অর্থাৎ নভেম্বর। ১৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাজ শেষ হবার পরে প্রশস্তিটি লেখা হয়েছিল।

বিষয়বস্তু - সুদর্শন হ্রদের ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত সেতু অর্থাৎ বাঁধের পুনর্নির্মাণ এই প্রশস্তির মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামার শাসনকালে ৭২ শকাব্দে প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিপাতে সুদর্শন হ্রদের বাঁধটি ভেঙে যায়। এই বাঁধটি যথেষ্ট প্রাচিন। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বৈশ্য পুষ্যগুপ্তকে দিয়ে এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। পরে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময় যবনরাজ তুষাস্কের তত্ত্বাবধানে এই বাঁধের সঙ্গে প্রণালী যুক্ত করা হয়। রুদ্রদামার সময় অমাত্য সুবিশাখকে এই দুরূহ কাজের ভার অর্পণ করেছিলেন। সুবিশাখ পহ্লবজাতীয়। তাঁর পিতার নাম কুলৈপ।

- মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামা উজ্জয়িনীর কার্দমক শক ক্ষত্রপদের বংশজাত। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যসমতিক। তাঁর পুত্র চষ্টন ছিলেন রুদ্রদামার পিতামহ এবং জয়দামা ছিলেন রুদ্রদামার পিতা।
- আলোচ্য অভিনেখে সুদর্শন হ্রদের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এই হ্রদের উৎপত্তির পেছনে প্রাকৃতিক ভূগোলের তিনটি উপাদান আছে- পর্বত, নদী ও গিরিখাত। এই অঞ্চলে দুটি বিখ্যাত পর্বতের অবস্থান

ছিল- উর্জয়ৎ ও রৈবতক। উর্জয়ৎ পর্বতেই উৎকীর্ণ অশোকের অনুশাসনগুলি, রুদ্রদামা ও স্কন্দগুপ্তের প্রশস্তিদ্বয়।

- সুদর্শন হ্রদের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে দুটি নদীর নাম – সুবর্ণসিকতা ও পলাশিনী।
- রুদ্রদামার প্রশস্তি অনুযায়ী ফাটলটির পরিমাপ ছিল দৈর্ঘ্যে ৪২০ হাত, প্রস্থে ৪২০ হাত গভীরতায় ৭৫ হাত।
- রুদ্রদামা যেসব রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন সেগুলি হল – পূর্বাপরাকরাবন্তি (পূর্ব ও পশ্চিম মালবদেশ), অনূপ, আনর্ত, সুরাষ্ট্র, শ্বভ্র, মরু, কচ্ছ, সিন্ধু-সৌবীর, কুকুর ও নিষাদ। তিনি দুর্দান্ত যৌধেয়দেরও পরাজিত করেছিলেন।
- তিনি কর, বিষ্টি ও প্রণয়ক্রিয় দ্বারা প্রজাদের পীড়ন না করেই ঐ বহুব্যয়সাধ্য সেতু সংস্কার করেছিলেন।
- তিনি ছিলেন অসাধারণ বিদ্বান ও কলাবিদ। শব্দ, অর্থ, গান্ধর্ববিদ্যা, ন্যায় ইত্যাদি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। প্রশস্তিকার রুদ্রদামা রচিত কাব্যের কথা বলতে গিয়ে তার বিশেষণ দিয়েছেন *স্ফুট-লঘু-মধুর-চিত্র-কান্ত-শব্দসময়ো-দারা-লঙ্কৃত-গদ্য-পদ্য-কাব্য-বিধান প্রবীণেন।*

উল্লেখযোগ্য শ্লোক:-

- সিদ্ধম। ইদং তডাকং সুদর্শনং গিরিনগরাদপি ----- ।
- তনাম্নঃ স্বামিচষ্টনস্য পৌত্রস্য রাজ্ঞঃ ক্ষত্রপস্য সুগৃহীতনাম্নঃ স্বামিজযদাম্নঃ পুত্রস্য রাজ্ঞো মহাক্ষত্রপস্য।
- রুদ্রদাম্নো বর্ষে দ্বিসপ্ততিতমে ৭০ (+) ২ মার্গশীর্ষবহুলপ্রতিপদি।
- জনপদানাং স্ববীর্যার্জিতানামনুরক্তসর্বপ্রকৃতীনাং পূর্বাপরাকরাবন্ত্যনূপনী..... নিষাদাদীনাং।
- ধর্মকীর্তিবৃদ্ধ্যর্থং চ অপীডযিত্বা করবিষ্টি প্রণযক্রিযাভিঃ পৌরজনাপদং।
- পহ্লবেন কুলৈপপুত্রেণামাত্যেন সুবিশাখেন যথাবদর্থধর্মব্যবহারদর্শনৈরনুরাগম....

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি

প্রাপ্তিস্থান- প্রথমে এই ৩৫ ফুট উঁচু স্তম্ভটির অবস্থান ছিল উত্তরপ্রদেশের **কৌশাম্বী** অর্থাৎ বর্তমানে কোশামে। পরে এটিকে ফিরেজ শাহতুঘলক উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ দুর্গে নিয়ে আসেন। এর গায়েই অশোকের কৌশাম্বী এবং দেবী অনুশাসন উৎকীর্ণ রয়েছে।

লিপি- উত্তরকালীন উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মী।

ভাষা- সংস্কৃত

সময়কাল- সমুদ্রগুপ্তের সময়ানুযায়ী এটিকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের বলে মনে করা হয়।

বিষয়বস্তু- প্রবলপরাক্রান্ত সমুদ্রগুপ্তের বহুমুখী প্রশংসায় এর প্রতিপাদ্য বিষয়।

- প্রশস্তির কবি ছিলেন হরিষেণ। তিনি খাদ্যকূটপাকিক,সান্ধিবিগ্রহিক, কুমারামাত্য ও মহাদন্ডনায়ক এতোগুলি পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন মহাদন্ডনায়ক **ধ্রুবভূতি**।
- এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করার বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষের নাম মহাদন্ডনায়ক **তিলভট্টক**।

- লেখাটিতে সমুদ্রগুপ্তের বংশপরিচয়ে বলা হয়েছে তিনি ছিলেন মহারাজ শ্রীগুপ্তের প্রপৌত্র,মহারাজ শ্রীঘটোৎকচের পৌত্র, মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তের পুত্র এবং লিচ্ছবিদৌহিত্র ও মহাদেবী কুমারদেবীর গর্ভজাত।
- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসে ৩১৯-৩২০ খ্রিস্টাব্দে গুপ্তাব্দের প্রচলন করেন।
- অভিলেখটিতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় অন্যতম প্রধান বিষয়। তিনি দক্ষিণাপথ,আর্যাবর্ত,আটবিক রাজ্য,প্রত্যন্তদেশ, কৌমগোষ্ঠী বা উপজাতি, বৈদেশিক রাজন্যবর্গ এবং দ্বীপবাসীদের ওপর আধিক্য আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন।
- আর্যাবর্তরাজাদের তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন কিন্তু দক্ষিণভারতের ক্ষেত্রে তাঁর দিগ্বিজয় ছিল ধর্মবিজয়।
- আর্যাবর্তের যে **নয়জন** রাজাকে তিনি পরাজিত করেছিলেন তারা হলেন- রুদ্রদেব,মতিল,নাগদত্ত,চন্দ্রবর্মন,গণপতিনাগ,নাগসেন,অচ্যুত,নন্দি ও বলবর্মা। অচ্যুত ও নাগসেনের নাম এলাহাবাদে দুবার উল্লিখিত হয়েছে।
- দক্ষিণভারতের রাজাদের নাম হলো - কৌসলক মহেন্দ্র, মাহাকান্তারক ব্যাঘ্ররাজ,কৌরালকমন্ট/ মদ্ররাজ,পৈষ্টপুরকমহেন্দ্রগিরি,কৌট্টুরকস্বামিদত্ত ঐরাবণপল্লকদমন,কাঞ্চেয়কবিষ্ণুগোপ,আবমুক্তকনীলরাজ,বৈঙ্গেয়কহস্তিবর্মন,পালক্কক -উগ্রসেন,দৈবরাষ্ট্রককুবের, কৌস্থলপুরধনঞ্জয়।
- সমুদ্রগুপ্ত শতসহস্র গোদান করতেন, দীনদের দুঃখমোচন করতেন এবং শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করতেন (**সাধবসাধূদয়প্রলয়হেতুপুরুষস্য**)

উল্লেখযোগ্য শ্লোকাংশ -

- সতকাব্যশ্রীবিরোধানবুধগুণিতগুণাজ্ঞাহতানেব,,,,,,,।
- রুদ্রদেবমতিলনাগদত্তচন্দ্রবর্মন,,,,,
- সমতটডবাককামরূপনেপালকর্তৃপুরাদিপ্রত্যন্ত,,,,,,।
- পরমভট্টারকপাদানুধ্যাতেন মহাদণ্ডনায়ক্তিলভট্টকেন।

খারবেলের হস্তিগুম্ফা লেখ

স্থান- উড়িষ্যার ভূবনেশ্বর থেকে ৩ মাইল দূরবর্তী। খণ্ডগিরির হাতিগুম্ফা নামক প্রাচীন জৈনগুহা। ঐ গুহার ৪৮ বর্গফুট জায়গা জুড়ে **১৭ পঙক্তির** অভিলেখ টি উৎকীর্ণ হয়েছে।

ভাষা- পালিসদৃশ প্রাকৃত।

লিপি- খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের ব্রাহ্মী।

কাল- খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষভাগ।

বিষয়- কলিঙ্গের চেদিবংশীয় রাজা খারবেলের আশৈশব থেকে ত্রয়োদশ রাজ্যবর্ষ যাবৎ ইতিবৃত্ত কালানুক্রমিক ভাবে লিখিত হয়েছে। দীর্ঘ নয়বছর যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকরা পর চতুর্বিংশতিবর্ষে খারবেল কলিঙ্গের সিংহাসনে আরোহন করেন।তিনি সকলবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাই লেখতে বলা হয়েছে- **"লেখ-রূপ-গণনা-ব্যবহার-বিধি-বিশারদেন-সর্ববিদ্যাবদাতেন নববর্ষাণি যৌবরাজ্যং প্রশিষ্টম্"**।এর বিষয়বস্তু হল নিম্নরূপ -

- **প্রথমবর্ষঃ-** ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত কলিঙ্গনগরের রাজধানীর গৃহপ্রাচীর উদ্যানাদির সংস্কার, তড়াগনিবন্ধন, পঁয়ত্রিশ শতসহস্র মুদ্রা ব্যায়ে প্রজানুরঞ্জন।
- **দ্বিতীয়বর্ষঃ-** সাতকর্ণীকে অবজ্ঞাপূর্বক পশ্চিমে চতুরঙ্গ সেনা অভিযানের দ্বারা কৃষ্ণরেম্বা নদী তীরে মুষিক (ঋষিক) নগরের ত্রাসোৎপাদন করেন।
- **তৃতীয়বর্ষঃ-** নৃত্য-গীত-বাদ্য-সমাজ প্রভৃতি উৎসবের আয়োজনের মাধ্যমে প্রজাদের বিনোদন করেন।
- **চতুর্থবর্ষঃ-** বিদ্যাধরাদিবাসের পুনর্নির্মাণ, রাষ্ট্রিক ও ভোজকদের বশীভূত করা।
- **পঞ্চমবর্ষঃ-** পূর্বকালীন নন্দবংশীয় রাজাদের দ্বারা ত্রিশতবর্ষ পূর্বে উদ্ঘাটিত প্রণালীকে বা দীর্ঘপথকে পুনঃসংস্কার করেন ।
- **ষষ্ঠবর্ষঃ-** রাজৈশ্বর্য প্রদর্শনপূর্বক পৌরজানপদ- প্রজাদের শতসহস্রমুদ্রা পরিহারদান করেন।
- **সপ্তমবর্ষঃ-** বাজিঘরবংশীয়া রাজমহিষীর মাতৃপদলাভ।
- **অষ্টমবর্ষঃ-** রাজগৃহ নগরী অধিকার করেন এবল মথুরার যবনরাজ ডিমিতকে পরাজিত করে ধনসম্পদ ব্রাহ্মনগণকে দান করেন।
- **নবমবর্ষঃ-** বহুবিধ দান তথা ব্রাহ্মণদের পরিহার দান এবং কলিঙ্গ নগরীতে মহাবিজয় প্রাসাদ নির্মাণ করেন।
- **দশমবর্ষঃ-** ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে বিজয়াভিযান করেন।
- **একাদশবর্ষঃ-** আর্যাবর্তের কয়েকটি রাজ্য এবং পীথুন্ডনগরী অধিকার করে, পীথুন্ডনগরীকে সম্পূর্ণ ধংস করেন।
- **দ্বাদশবর্ষঃ-** সফল উত্তরাপথাভিযান; মগধেরর ভীতি উৎপাদন, প্রাচীনকালে নন্দরাজ দ্বারা কলিঙ্গ থেকে অপহৃত জিনমূর্তির পুনরুদ্ধার। অঙ্গ-মগধ-পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রভূত ধনাহরণ, মণি-রত্ন তথা সম্পদ আহরন করেন।
- **ত্রয়োদশবর্ষঃ-** খারবেল শুধুমাত্র সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তাই না, তিনি প্রজাবৎসল, ধর্মাচারী ছিলেন। তিনি বহুজনহিতকর কার্যের সঙ্গে কলিঙ্গরাজ্যের কুমারীপর্বতে (উদয়গিরি) জৈন অরহতগণের বসবাসের সুসজ্জিত গুহানির্মান করেন।

লেখটিতে তাঁর প্রশংসাকল্পে বলা হয়েছে- সর্বপার্ষদ-পূজক, সর্বদেবায়তন, সংস্কারকারক, অপ্রতিহতচক্রবাহিনীবল,চক্রধর,গুপ্তচক্র, ক্ষেমরাজ,বৃদ্ধরাজ প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য শ্লোকাংশ -

- নমঃ অর্হদ্ভবঃ নমঃ সর্ব-সিদ্ধেভ্যঃ।
- মাগধং চ রাজানং বৃহস্পতিমিত্রং পাদৌ বন্দয়তি।

দ্বিতীয়টি পুলকেশীর আইহোল শিলালিপি

স্থান- বম্বে প্রেসিডেন্সির বিজাপুর জেলার হুঙ্গুল তালুকের অন্তর্গত আইহোল গ্রামে অবস্থিত মেগুতি জৈন মন্দিরের পূর্ব পার্শ্বভিত্তিতে বাদামির চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি রবিকীর্তি রচিত লেখটি উৎকীর্ণ হয়েছিল।

ভাষাঃ- সংস্কৃত

লিপিঃ- কন্নড় ।

কালঃ- ৫৫৬ শকাব্দ বা ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়ঃ -

- দক্ষিণ ভারতের চালক্যবংশীয় রাজন্যবর্গ সমন্ধিত ঐতিহাসিক কথা পরিবেশিত হয়েছে এই অভিলেখটিতে।
- চালকগণ নিজেদের নামের সঙ্গে পরমভাগবত উপাধি ব্যবহার করতেন।
- চালক্যবংশের শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেন প্রথম পুলকেশী(খ্রিঃ ৫৩৫অব্দ-খ্রি ৫৬৬ অব্দ)। দ্বিতীয় পুলকেশী সিংহাসন আরহণ করেন আনুমানিক ৬১০ খ্রিঃ।
- দ্বিতীয় পুলকেশী গুজরাট থেকে দক্ষিন কর্ণাটক পর্যন্ত রাজ্যবিস্তারে সমর্থন হয়েছিলেন।
- দ্বিতীয় পুলকেশী পূর্বাঞ্চলে কোসল ও কলিঙ্গ জয় করেন।
- অভিলেখের ৩২তম পক্তিতে বলা হয়েছে, ত্রিশক্তি সমৃদ্ধ সত্যাশ্রয় দ্বিতীয় পুলকেশী সমস্ত দিক জয় করে অন্যান্য ভূপতিবৃন্দকে অগ্রাহ্য করে বাতাপি পুরীতে থাকাকালীন পৃথিবী পালন করতেন।
- প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই আভিলেখটির সময়কাল হল ৬৩৪ খ্রিঃ এবং এই অভিলেখ থেকে জানা যায় এই ৬৩৪ খ্রিঃ হল মহাভারতের যুদ্ধের ৩৭৩৫ বছর পর।
- এই অভিলেখ থেকে জানা যায় চালুক্যদের সাধারন।বরুদ বা উপাধি ছিল পৃথিবীবল্লভ। দ্বিতীয় পুলকেশী সত্যাশ্রয় এই বিরুদ দ্বারাই বেশি জনপ্রিয় ছিলেন মনে হয়। পুলকেশী একটি শঙ্কর শব্দ, যার অর্থ ব্যাঘ্যকেশ।
- পুলকেশীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি কান্যকুব্জরাজ শিলাদিত্য হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করা। প্রমস্তিতে বলা হয়েছে " **ভযবিগলিতহর্ষো যেন চাকারি হর্ষঃ**"।
- দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক দক্ষিণ কর্ণাটকের গঙ্গগণ ও শিমোগো জেলার আলুপগণ এবং কোঙ্কণের মৌর্যদের পরাজিত করেন।
- কাব্যরূপে এই প্রশস্তির বিশেষ গুরুত্ব আছে। কবি নিজেকে কালিদাস ও ভারবির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

উল্লেখযোগ্য শ্লোক –

- জয়তি ভগবান্‌জিনেন্দ্রো বীতজরা..
- নলমৌর্যকদম্বকালরাত্রিস্তনযস্তস্য বভূব কীর্তিবর্মা
- শৈলং জিনেন্দ্রভবনং ভবনং মহিল্লাং নির্মাপিতং মতিমতা রবিকীর্তিনেদম।
- স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিনাসভারবিকীর্তিঃ ।

যশোধর্মার মান্দাসোর শিলাস্তম্বলেখ

সময়- ৫৮১ মালবাব্দ বা ৫৩২ খ্রিষ্ঠাব্দ **ভাষা** – সংস্কৃত

লিপি - আদি কুটিল লিপি (উৎপত্তি উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মী থেকে) **রচয়িতা** – বাসুল

খনন কর্তা – গোবিন্দ

প্রাপ্তি স্থান – মধ্যপ্রদেশের মান্দাসোর নগরের কাছে সুপ্রশস্ত শিলা স্তম্ভে (রণস্তম্ভ) উৎকীর্ণ।

বিষয়বস্তু -

- ধর্মনিরপেক্ষ এই শিলালেখে যশোধর্মনের কীর্তি ও গৌরব বর্ণিত হয়েছে।
- যশোধর্মার দ্বারা মিহিরকুলের ও হুনদের পরাজয় রয়েছে এই অভিলেখে।
- যশোধর্মন শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন।
- যশোধর্মন ঔলিকর বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং তাকে মনু, ভরত, অলক, মান্ধাতা প্রমুখ পৌরানিক রাজাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য শ্লোক -

- বেপন্তে যস্য ভীমগুনিতভযসমুদ্‌ভ্রান্তদৈত্যা দিগন্তাঃ
- চূড়াপুষ্পোপহারৈলিরিপোটিং পানযুগ্মম্
- বাসুলেনোপরচিতাঃ শ্লোকাঃ কক্কস্য সূনুনা উৎকীর্ণা গোবিন্দেন

হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা অভিলেখ

সময়- ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ

পিতা - প্রভাকরবর্ধন

লিপি- সিদ্ধমাতৃকা

ভাষা – সংস্কৃত

ভ্রাতা – রাজ্যবর্ধন

মাতা- যশোমতী

বংশ – পূষ্যভূতি

ভগনী - রাজ্যশ্রী

পিতামহ - আদিত্যবর্ধন

প্রাপ্তি স্থান – উত্তরপ্রদেশের শাহজানপুর থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে বাঁশখেরা গ্রামে এই তাম্রলেখটি - পাওয়া যায়। বর্তমানে এটি লক্ষ্ণৌ সংগ্রহশালায় রয়েছে।

বিষয়বস্তু – হর্ষবর্ধনের পিতা, মাতা ও ভ্রাতার পুণ্য বৃদ্ধির জন্য ভট্টবালচন্দ্র ও ভট্টস্বামী নামক দুইজন - ব্রাহ্মনকে মর্কটসাগর নামক গ্রাম দান করেছিলেন। সেই দানের পুঙ্খানুপুঙ্খ এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই তাম্রশাসনের শেষে হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর আছে। এই শাসনটি প্রচারিত হয়েছিল হর্ষবর্ধনের অস্থায়ী রাজধানী বর্ধমানকোটী জয়স্কন্ধাবার থেকে।

- মহাসামন্ত মহারাজ ভানুর আদেশে দানপত্রটি উৎকীর্ণ হয়েছে। ঈশ্বর নামক ব্যক্তি এটি খোদাই করেছে।
- তিনি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের নির্দেশে কুমার ও শিলাদিত্য এই পরিচয়ে রাজ্য শাসন করতে থাকেন।
- ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহন করে হর্ষাব্দের প্রচলন করেন

গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকাংশ –

- ওঁ স্বস্তি মহানৌহস্ত্যশ্বজযস্কন্ধাবারাহী বর্ধমানকোট্যা
- রাজানো যুধি দুষ্টবাজিন ইব শ্রীদেবগুপ্তাদযঃ কৃত্বা যেন কশাপ্রহারবিমুখাঃ সর্বে সমং সংযতাঃ।
- যথাসমুচিততুল্যসেয ভাগভোগকরহিরণ্যাদিপ্রত্যাযা
- মহাক্ষপটলাধিকরণাধিকৃতমহাসামন্তম্